নববি শিষ্টাচার ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক

হাসান বসরি রহ.

বই	হাসান বসরি রহ.
মূল	ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি রহ.
অনুবাদক	হাসান মাসরুর
সম্পাদক	মুফতি তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

নববি শিষ্টাচার ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক

হাসান বসরি রহ.

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি রহ.

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

হাসান বসরি রহ.

নববি শিষ্টাচার ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﷺ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি / জুন ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ২১৬ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ০৭
অবতরণিকা ১১

প্রথম পরিচ্ছেদ
শৈশব, কর্ম ও অবস্থা ১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আদাব ও উত্তম চরিত্র ৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সংক্ষিপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ ৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দুনিয়াকে ভর্ৎসনা ও তার সাথে সম্পর্কহীনতা ৬৫
দীর্ঘ আশা পরিহার করা ৭৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
দুআ ও ইসতিগফার করা ৮৫
কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা পরিহার করা ৯২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কুরআন তিলাওয়াত ৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ
খলিফা ও শাসকবর্গের ব্যাপারে
নাসিহা এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ ১১৯
শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ১৩৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ
উপদেশ ও অমর বাণীসমূহ ১৩৯

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকের কথা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সর্বত্রই আজ আধুনিকতার ছোঁয়া। কি দুনিয়াদার আর কি দ্বীনদার—অধিকাংশই এখন এক পথের পথিক। সবাই দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য পাগলপারা। যত দিন যাচ্ছে, জীবনের প্রতি মানুষের লোভ-লালসা ও আশার ফিরিস্তি তত দীর্ঘ হচ্ছে। মানুষের ইমান, আমল, আখলাক—সব বদদ্বীনির কালো জলে মিশে যাচ্ছে। পুরো পৃথিবী হয়ে উঠছে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার অভয়ারণ্য। এই যে এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে, তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি; বরং ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়ে এ দুরবস্থা। এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা খুব সহজে দূর হওয়ার নয়।

মূলত আমরা সালাফে সালিহিন থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছি, ততই আমাদের মধ্যে দুনিয়া জায়গা করে নিচ্ছে। এ দূরত্ব ঘোচানোর একমাত্র উপায় সালাফের জিন্দেগি দেখা, তাঁদের উক্তি ও চলন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা। তাঁদের জীবনী পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করা। ইমাম মালিক ﷺ বলেন, 'এ উম্মতের শেষভাগের লোকেরা তাদের শুরুভাগের লোকদের অনুসরণ না করে কিছুতেই সফল হতে পারবে না।' সত্যিই, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি কথা! ইতিহাস সাক্ষী, যারা সালাফ থেকে যত দূরে সরে গেছে, তারা দ্বীন থেকে ততটাই সরে গেছে। এর বিপরীতে যারা দূর সময়ের হলেও তাঁদের অধ্যয়ন করেছে, জীবনের জন্য তাঁদেরকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, তারা পরে এসেও সফল হয়েছে।

সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করার জন্য এটা জরুরি নয় যে, আমাকে সালাফের যুগেই জন্মগ্রহণ করতে হবে; বরং এ অধ্যয়ন হবে কাগজের সাদা পাতায় কালো কালির সাহায্যে। এ প্রাণহীন কাগজই আমাদের নিয়ে যাবে সালাফের যুগে। ইতিহাসের আয়নায় আমাদের দেখিয়ে দেবে তাঁদের কথা ও কারনামা। আর এটাই হবে আমাদের সামনে চলার পাথেয়। এভাবেই খালাফরা সালাফদের অধ্যয়ন করে জীবনকে সাজিয়ে তোলেন। শুষ্ক জীবনে প্রাণের ফল্গুধারা সৃষ্টি করেন। খালাফের মধ্যে উঠে আসে অনেক

সালাফের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তাঁরাও হয়ে ওঠেন পরবর্তীদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়। এভাবেই যুগের পর যুগ খালাফের মাধ্যমে সালাফের নমুনার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। আর উম্মাহও এর মাধ্যমে তাঁদের ঐতিহ্য, আদর্শ ও অনুপম শিক্ষা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

চলমান সময়ে আমাদের প্রজন্মের ইমান, আমল ও আখলাকের কী পরিমাণ অবক্ষয় হয়েছে, তা বলে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না! দিনদিন এর পরিমাণ বেড়েই চলছে। এ নাজুক মুহূর্তে যদি আমরা তাদের এসব অবক্ষয় দূর করতে না পারি, যদি তাদের মধ্যে দ্বীনি জজবা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্ম পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য আমাদের এ সময়ে তাদের নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে। তাদের জন্য উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে দ্বীনি চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সালাফের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এতে আশা করা যায়, তাদের বেশ উন্নতি হবে এবং দ্বীনি জজবা সৃষ্টিতে বেশ সহায়ক হবে।

আমরা যেসব সালাফের থেকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হই এবং যাঁদের জিন্দেগি পরবর্তীদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হতে পারে, তাঁদের অন্যতম হলেন হাসান বসরি ﷺ। তিনি ছিলেন একেবারে প্রথম সারির তাবিয়ি, যিনি উম্মুল মুমিনিনদের কোলে পালিত হয়েছেন, বড় বড় সাহাবিদের থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন, সত্তরজন বদরি সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। বস্তুত, তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনীতে রয়েছে আখিরাতের জন্য প্রচুর খোরাক। তাঁর ইলম, আমল, আখলাক, জুহদ, নাসিহা-সহ অনেক কিছুই পরবর্তীদের জন্য বেশ উপকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ী। তিনি একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আদিব ও জাহিদ ছিলেন। শুধু তাই নয়; বরং এসব শ্রেণির মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠদের অন্তর্গত। তাই তাঁর জীবনীর পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য হীরা ও মণিমুক্তা।

বর্তমান সময়ের নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনী বেশ কাজে আসবে। অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করতে তাঁর কথামালা জাদুর মতো কাজ করবে। তাঁর চিন্তা-চেতনা হৃদয়ে আখিরাতের প্রতি

তীব্র আকর্ষণ এবং দুনিয়ার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তাঁর দর্শনগুলো আমাদের অসুস্থ মানসিকতা দ্রুতই চেঞ্জ করে দেবে। তাঁর জীবনী এসব উপকরণে ভরপুর। এ জন্য আমরা তাঁর জীবনীসংক্রান্ত বই নিয়ে খোঁজ শুরু করলাম। প্রথমেই নজরে পড়ল ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀ বিরচিত 'আদাবুল হাসান আল-বসরি ওয়া জুহদুহু ওয়া মাওয়ায়িজুহু'। বইটি পড়ার পর খুব পছন্দ হলো। আরও কয়েকটি বই পেলেও এটাকেই আমরা অনুবাদের জন্য চূড়ান্ত করেছি। কারণ—প্রথমত, বইটি বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস ইবনুল জাওজি ﵀-এর রচিত, যার ইলমি অবস্থান কারও অজানা নয়। দ্বিতীয়ত, বইটির কলেবর ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত, যা দুর্বল ও অলস পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী হবে। তৃতীয়ত, কলেবর ছোট হলেও তাঁর জীবনের শিক্ষণীয় প্রায় প্রতিটি দিকই এতে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থত, এতে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা কম এসেছে, বেশিরভাগ অংশে শুধু হাসান বসরি ﵀-এর কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। পঞ্চমত, আলোচনাগুলো নীরস নয়; বরং বেশ প্রভাব সৃষ্টিকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ি বলে অনুভূত হয়েছে। এমন আরও কয়েকটি বিষয় সামনে রেখে আমাদের কাছে এটাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়েছে।

গ্রন্থটির নুসখা নিয়ে কিছু কথা বলতে হয়। এ গ্রন্থটি শাইখ হাসান সান্দুবি ﵀-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম ছাপা হয় ১৩৫০ হিজরিতে। কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুদ্রণ প্রমাদ থাকার পাশাপাশি অনেক পৃষ্ঠা বাদ পড়েছিল। তাই এটার ওপর নির্ভর করে কাজ করা সম্ভব ছিল না। পরে শাইখ সুলাইমান আল-হারাশ ﵀-এর তত্ত্বাবধানে আরও একাধিক পাণ্ডুলিপি যাচাই-বাছাইয়ের পর তুরস্কের আয়াসুফিয়ায় সংরক্ষিত (ক্রমিক নং ১৬৪২) পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে ১৪২৫ হিজরিতে পুনরায় এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করা হয়। এরপর শাইখ আহমাদ আব্দুল ওয়াহাব শারকাবি ﵀-এর তত্ত্বাবধানে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। দারুন নাওয়াদির থেকে প্রকাশিত শাইখ সুলাইমানের তাহকিককৃত নুসখাটি অধিক বিশুদ্ধ হওয়ায় আমরা এটাকে সামনে রেখেই অনুবাদ করিয়েছি। এটা ছিল গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ, যা ১৪২৯ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে বিশুদ্ধ নুসখার ওপর নির্ভর করেই অনুবাদ করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ এ অনুবাদ গ্রন্থটি একজন মহান তাবিয়ির জীবনী বলা হলেও প্রকৃত অর্থে এটা অনেক উপদেশ ও প্রজ্ঞার সমষ্টি। আখিরাতমুখী হওয়ার সব উপকরণ ও দুনিয়াবিমুখতা অর্জনের উপায় নিয়েই বেশি আলোচনা। তাই এ থেকে একজন মনীষীর জীবনী জানার পাশাপাশি এমন কিছু অর্জন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস, যা কেবল দুনিয়া বা আখিরাত নয়; বরং উভয় জগতকে উজ্জ্বল করে তুলবে। জীবনের প্রকৃত মানে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে। দুনিয়াকে সামনে রেখে কীভাবে আখিরাতে সফলতা পাওয়া যায়, তার পূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেবে। বইটির নাসিহাগুলো এতটাই জাদুময়ী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠক বইটি পড়ে এ থেকে প্রাপ্ত অনুভূতি ও প্রেরণা ধরে রাখতে পারলে আখিরাতে সে সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করতে পারবে। অতিরঞ্জিত নয়; বরং গ্রন্থটি পড়ার পর এমনই মনে হয়েছে আমাদের কাছে।

আমরা আশা করি, পাঠক এ গ্রন্থটি থেকে সর্বোচ্চ উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। সালাফের জীবনী আরও পড়ার প্রতি উৎসাহ পাবেন। আর আখিরাতের প্রস্তুতি আজ থেকেই নেওয়া শুরু করবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

-তারেকুজ্জামান
২০/০৩/২০১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনিই প্রশংসার যোগ্য ও উপযুক্ত। তিনি নিজের জন্য প্রশংসা পছন্দ করেন এবং তাঁর বন্ধুদের ওপর তা আবশ্যক করেন। তিনি সূচনাবিহীন প্রথম ও অন্তবিহীন শেষ। তিনি সাদৃশ্যহীন, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সত্য দ্বীন ও হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন অন্য সকল দ্বীনের ওপর তাঁর দ্বীন বিজয় লাভ করে; যদিও তা মুশরিকদের অপছন্দ।

প্রিয় শাইখ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে চিরসম্মান দান করুন। বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা হাসান বসরি ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখতা, উপদেশ ও আদবসমূহ একত্র করে একটি পুস্তিকা রচনার প্রতি আপনার যে ইচ্ছা ও প্রত্যাশা রয়েছে, সে ব্যাপারে আমি অবহিত হয়েছি। তাই আপনার সে ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। হাসান ﷺ-এর বর্ণনাগুলো সংকলন করেছি এবং যথাসম্ভব বর্ণনাগুলোকে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক এবং আমার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

পুস্তিকাটি আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : হাসান বসরি ﷺ-এর বেড়ে ওঠা, তাঁর কর্ম ও অবস্থার বর্ণনাসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাঁর উত্তম চরিত্র ও আদবসম্পর্কীয় বর্ণনাসমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাঁর সংক্ষিপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ অমূল্য বাণীসমূহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দুনিয়ার ভর্ৎসনা এবং তা থেকে সম্পর্কহীনতাবিষয়ক বর্ণনাসমূহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : তাঁর থেকে বর্ণিত দুআ ও ইসতিগফার এবং কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা পরিহারবিষয়ক বর্ণনাসমূহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ও উপদেশসমূহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খলিফাদের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলি এবং শাসকদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : তাঁর বিষয়ভিত্তিক উপদেশ ও অমর বাণীসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈশব, কর্ম ও অবস্থা

তাঁর নাম হাসান বিন আবুল হাসান। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আনসারি সাহাবির আজাদকৃত দাস এবং মাতা ছিলেন নবিজি ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালামা ﵂-এর আজাদকৃত দাসী। হাসান বসরি ﵀ উম্মে সালামা ﵂-এর কোলে লালিতপালিত হয়েছেন। তিনি তাঁকে খুব আদর করতেন। তাই তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করিয়েছেন।[১] সেই পবিত্র দুধের মাধ্যমেই তাঁর মাঝে সঞ্চার হয়েছিল নবুওয়াতের বরকত, যার ফলশ্রুতিতে তাঁর মাঝে হিকমত, প্রজ্ঞা, মারিফাত ও তাকওয়ার বিশেষ সন্নিবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকি, আল্লাহর অলি ও সিদ্দিকিনের[২] অন্তর্ভুক্ত।

১. এ বর্ণনাটি ইমাম ইবনে সাদ ﵀, ইমাম আবু নুআইম ﵀, হাফিজ মিজ্জি ﵀, হাফিজ জাহাবি ﵀-সহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/১৫৮-১৫৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৪৭, তাহজিবুল কামাল : ১৬/১১৮, তারিখুল ইসলাম : ২২/১৮৪) এ বর্ণনার মধ্যে মুনকার রাবি ও সূত্রবিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে তা দলিলযোগ্য নয়। অন্যান্য বর্ণনা তো আরও অধিক দুর্বল। এ জন্য এটাকে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামা ﵂-কে বিবাহ করেছেন বদর যুদ্ধের পর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর কোনো সন্তান হয়নি। আর তিনি হাসান বসরি ﵀-কে দুধ পান করিয়েছেন উমর ﵁-এর খিলাফতের নবম বা দশম বছরে। মোটকথা, এটা উম্মে সালামা ﵂-এর আগের ঘরের স্বামী থেকে সন্তান হওয়ার প্রায় বিশ বছর পরের ঘটনা। সাধারণত সন্তান হওয়ার তিন-চার বছর পর থেকেই দুধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বিশ বছর পর দুধ পান করানোটা অসম্ভবই বটে! অবশ্য 'আখবারুল কুজাত' (২/৫) এর বর্ণনায় দুধ চোষানোর কথা এসেছে। এ হিসাবে ঘটনাটি বাস্তব হতে পারে। কেননা, মহিলারা অনেক সময় বুকে দুধ না থাকলেও শিশুদের কান্না থামানোর জন্য এমনটা করে থাকে।

২. 'সিদ্দিকিন' এটা 'সিদ্দিক' এর বহুবচন। 'সিদ্দিক' শব্দের অর্থ সত্যনিষ্ঠ। যিনি কোনো প্রকারের সংশয়ে নিপতিত হওয়া ছাড়া সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর দেওয়া সকল বিধান ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্ণভাবে সত্যায়ন করেন, তিনিই সিদ্দিক। [লিসানুল আরব : ১০/১৯৪]

- বর্ণিত আছে যে, আয়িশা ﵂ হাসান ﵀-এর কথা শুনে মন্তব্য করেন, 'এ তো দেখি সিদ্দিকিনের (অর্থাৎ উচ্চস্তরের মুমিনদের) ভাষায় কথা বলছে!'

- আলি বিন হুসাইন[৩] ﵀-কে বলা হলো, হাসান বসরি ﵀-এর একটি উক্তি হলো, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কীভাবে ধ্বংস হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কীভাবে মুক্তি লাভ করেছে তা বিস্ময়কর।' তখন আলি ﵀ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ তো সিদ্দিকিনের কথা।'

- আমাশ ﵀ বলতেন, 'হাসান ﵀ প্রজ্ঞার প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। ফলে তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন।'

- জনৈক ব্যক্তি তাঁর উপদেশ শুনে মন্তব্য করল, 'কতই না সুভাষী ও সুবক্তা তিনি! কী বিশুদ্ধ ভাষায়ই না তিনি নসিহত করেন!'

- হাসান ﵀ সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। খুব ক্রন্দন করতেন। বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মাঝে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। নিজের সংযমের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না; যদিও তা প্রকাশিতই ছিল। যথাসম্ভব সুন্দর ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। উত্তম ও নতুন কাপড় পরিধান করতেন। মানুষের সাথে একত্রে বসে খানা খেতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কেউ খাবারের দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করতে বিলম্ব করতেন না। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যার কারণে তাঁকে এমন ব্যক্তিও চিনতে পারত, যে ইতিপূর্বে কোনোদিন তাঁকে দেখেনি।

- বর্ণিত আছে, এক লোক হাসান ﵀-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে বসরায় আসলো। কিন্তু সে কখনো হাসান ﵀-কে দেখেনি। তাই ইমাম শাবি ﵀ থেকে তাঁর ব্যাপারে জানতে চাইল। শাবি ﵀ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন। তুমি মসজিদে গিয়ে এমন একজনকে দেখতে পাবে যার মতো ইতিপূর্বে কাউকে কোনোদিন দেখোনি; তিনিই হাসান বসরি।'

৩. আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব। তিনি জাইনুল আবিদিন নামে পরিচিত ছিলেন। আনুমানিক ৩৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী। ৯৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

- কথিত আছে, এক বেদুইন বসরায় এসে লোকদের কাছে জানতে চাইল, 'এই শহরের নেতা কে?' লোকজন বলল, 'হাসান বিন আবুল হাসান।' সে বলল, 'কোন গুণের ভিত্তিতে তিনি বসরাবাসীর নেতৃত্ব লাভ করেছেন?' তারা বলল, 'তিনি মানুষের কাছে থাকা পার্থিব বিষয় থেকে বিমুখ; আর মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী।' বেদুইন বলল, 'সকল কৃতিত্ব আল্লাহর। প্রকৃত নেতা এমনই হওয়া চাই।'

- বর্ণিত আছে, একদা দুইজন পাদরি তাঁর পাশ দিয়ে গমন করছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল, 'মাসিহসদৃশ এই লোকটির নিকট আমাদের যাওয়া উচিত, যেন আমরা তাঁর জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে জানতে পারি। কাছে যেতেই তারা শুনতে পেল, তিনি বলছেন, 'আমার আশ্চর্য লাগে এমন লোকদের জন্য, যাদেরকে সফরের পাথেয় গুছিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে, যাদের শুরু থেকে শেষ সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যারা স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার অপেক্ষায় আছে, কিন্তু এর পরেও তারা নেশায় দিকভ্রান্ত!' এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তা দেখে পাদরিদ্বয় বললেন, 'যা শুনলাম তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' অতঃপর তারা সেখান থেকে চলে গেল।

- যখন বসরাবাসীকে বলা হতো, 'বসরার সর্বাধিক জ্ঞানী ও পরহেজগার, সবচেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি কে?' তখন লোকেরা প্রথমে তাঁর প্রশংসা করত, এরপর অন্যদের প্রশংসা করত। তৎকালীন সময় বসরা সম্পর্কে আলোচনা আসলে বলা হতো, 'ওই শহরের মুরব্বি হলেন হাসান বসরি ﵀ ও তরুণ নেতা হলেন, বকর বিন আব্দুল্লাহ মুজানি ﵀[৪]।'

- আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀ বলেন, 'তুমি হাসানকে দেখলে মনে করবে, সমস্ত মাখলুকের চিন্তা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করেন এবং ফোঁপাতে থাকেন।'

৪. আবু আব্দুল্লাহ বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর আল-মুজানি। তিনি একজন অনুসরণীয় ইমাম, বক্তা ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। হাসান বসরি ﵀ ও ইবনে সিরিন ﵀-এর সাথে তাঁকেও স্মরণ করা হয়। ১০৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আর কারও মতে ১০৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৫৩২।

- আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀-কে বলা হলো, 'আমাদেরকে হাসান ﵀-এর বর্ণনা দিন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আবু সাইদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহর শপথ, চলার সময় তাঁকে সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হতো, কোনো প্রিয়জনের দাফনের কাজ সম্পাদন করে তিনি ফিরছেন। পেছন দিক থেকে দেখলে মনে হতো, মাথার ওপর জাহান্নাম বহন করে তিনি চলছেন। তিনি উপবেশন করলে মনে হতো, তিনি একজন বন্দী—যে শিরচ্ছেদের জন্য নিজের মাথা নুইয়ে দিয়েছে। সকালবেলায় মনে হতো, তিনি বুঝি পরকালীন জীবন থেকে ফিরে এসেছেন। আর সন্ধ্যাবেলায় মনে হতো, বিভিন্ন রোগব্যাধি তাঁকে জীর্ণ-শীর্ণ করে দিয়েছে।'

- ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ ﵀ বলেন, 'আমি কখনো হাসান ﵀-কে মুখ ভরে হাসতে দেখিনি।'

- বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ সাবিত বিন মুহাম্মাদ বুনানি ﵀-এর মজলিসে বসলেন। সেখানে সাবিত ﵀-কে হাসি-কৌতুক করতে দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন। আপনি মজলিসে বসে হাসি-ঠাট্টা করছেন!? অথচ আমরা যখন হাসান বসরি ﵀-এর নিকট বসতাম, তখন তিনি আমাদের কাছে আগমন করলে মনে হতো, তিনি বুঝি আখিরাত থেকে আমাদেরকে আখিরাতের ভয়াবহ বর্ণনা শোনাতেই ফিরে এসেছেন।' তখন সাবিত ﵀ বললেন, 'আল্লাহ হাসান ﵀-এর ওপর রহম করুন। তিনি ছিলেন একজন হকপন্থী ও সত্যবাদী ব্যক্তি। তাঁর সাথে আমাদের তুলনা চলে কী করে? আমাদের ও তাঁর মাঝে এমনই তফাত, যেমনটি কবি জারির তার কবিতায় বলেছেন :

وَابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ

لم يستطع صَوْلَةَ البُزْلِ المَقَاعِيسِ

'উটের দুবছর বয়সী বাচ্চাকে শক্তিশালী বড় উটের সাথে বাঁধা হলে সে কখনো তার ওপর আক্রমণ করতে পারে না।'

- বর্ণিত আছে যে, একদা হাসান ﵀ লোকদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। তখন এক লোক তাঁর কাছে গিয়ে বলল, 'হে আবু সাইদ, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি এখানে খুব একাকিত্ব অনুভব করছেন।' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, নির্বোধ ব্যতীত কেউ আল্লাহর সাথে একাকিত্ব অনুভব করে না।'

- হাসান ﵀-এর খাদিম হুমাইদ ﵀ বলেন, 'একদিন শাবি ﵀ আমাকে বললেন, "হাসান ﵀ একাকী হলে তুমি আমাকে জানাবে, যেন আমি তাঁর সাথে নির্জনে কথা বলতে পারি।" আমি বিষয়টি হাসান ﵀-কে জানালাম। তিনি বললেন, "তাঁকে বলো যে, তার যখন ইচ্ছা তখনই যেন আমার কাছে চলে আসে।" অতঃপর একদিন হাসান ﵀ একাকী হলে আমি শাবি ﵀-কে জানালাম। ফলে তিনি দ্রুত ছুটে এলেন। আমরা দুজন হাসান ﵀-এর রুমের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি কিবলামুখী হয়ে বলছেন, "হে আদমসন্তান, একসময় তুমি ছিলে না। অতঃপর তোমাকে সৃষ্টি করা হলো এবং তোমার ইচ্ছামাফিক সব দেওয়া হলো। কিন্তু যখন তোমার কাছে চাওয়া হলো, তখন তুমি কৃপণতা করলে। আল্লাহর শপথ, তুমি ধ্বংস হও! তুমি যা করেছ, তা কতই না মন্দ!" অতঃপর আমরা তাঁকে সালাম দিলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি আমাদের উপস্থিতিও উপলব্ধি করতে পারলেন না। শাবি ﵀ বললেন, "আল্লাহর শপথ, এই লোক আমাদের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।" ফলে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে এলাম।'

- একদা তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ,[৫] আপনার সকাল কেমন হলো?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, সমুদ্রের গভীরে যার নৌকা ডুবে গেছে, সে আমার চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত নয়।' বলা হলো, 'তার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'কারণ, আমি আমার গুনাহের ব্যাপারে নিশ্চিত, কিন্তু আমার আমল ও ইবাদত কবুলের ব্যাপারে শঙ্কিত। আমি জানি না,

৫. 'আবু সাইদ' এটা হাসান বসরি ﵀-এর উপনাম।

তা কি কবুল করা হবে, না আমার মুখের ওপর ছুড়ে মারা হবে?' তাঁকে বলা হলো, 'আবু সাইদ, আপনার মতো মানুষও এমন কথা বলছেন?' তিনি বললেন, 'এমন কথা আমি কেন বলব না? অথচ আমি এ থেকে নিরাপদ নই যে, আল্লাহ তাআলা আমার অবাধ্যতার কারণে আমার ওপর ক্রোধের নজরে তাকাবেন, অতঃপর আমার জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দেবেন এবং আমার মাঝে ও মাগফিরাতের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে! কে আমাকে এমন নিরাপত্তা দেবে, তাহলে আমি অস্থির হওয়া ছাড়া আমল করতে পারতাম?!

- কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু সাইদ, কী অবস্থা আপনার?' তিনি বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ।' সে বলল, 'কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, আমি এমন এক মানুষ, যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়। কিন্তু আমি জানি না, কোন অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে!'

- এক লোক হাসান ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখল, তিনি কাঁদছেন। সে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন, আপনি কেন কাঁদছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার রব আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং তিনি কোনো কিছুর পরোয়া করবেন না।'

- এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তাম্মাহ বা মহাবিপদ কী?' তিনি বললেন, 'এটি হলো কিয়ামত দিবস, যেদিন মানুষকে জাহান্নামের আজাবের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আর জাহান্নাম বড়ই মন্দ স্থান। সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এমন কাজ থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি, যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়।'

- একদিন তাঁর মজলিসে জাহান্নামের আলোচনা করা হলো। সেখানে তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন যে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আগামীকাল জাহান্নাম থেকে একজন ব্যক্তি বের হবে, যে সেখানে বহু

বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল।'[৬] অতঃপর হাসান ﵀ বললেন, 'হায়, সে লোকটি যদি আমি হতাম!'

- তিনি বলতেন, 'যে বান্দাই জাহান্নামকে সত্যায়ন করবে, তার জন্য প্রশস্ত পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, যে বান্দাই জাহান্নামকে সত্যায়ন করবে, তার রক্ত-মাংসে তার নিদর্শন দেখা যাবে।'

- আবু সুলাইমান দারানি ﵀[৭]-কে বলা হলো, 'হাসান ﵀ বলতেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয় বিগলিত করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করতে চায়, সে যেন অর্ধ পেট আহার করে।"' তখন আবু সুলাইমান ﵀ বললেন, 'আল্লাহ আবু সাইদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহর শপথ, তিনি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন এবং হিসাব দিবসের আগেই নিজেদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। আমি আশা করছি, তিনি সফলকাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।'

- মসজিদে হারামের একজন অধিবাসী বলেন, 'যে মজলিসে হাসান বসরি ﵀-এর আলোচনা হতো না, আমি সেখানে বসার আকাঙ্ক্ষা করতাম না।'

- একদিন তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, কোন জিনিস আপনার হৃদয়কে চিন্তাশীল করেছে?' তিনি বললেন,'ক্ষুধা।' প্রশ্নকারী বলল, 'কোন জিনিস তা দূর করে দেয়?' তিনি বললেন, 'তৃপ্তি সহকারে আহার।'

- তিনি বলতেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক নিদ্রা ও অধিক আহারের ব্যাপারে তাওবা করো।'

---

৬. আসল হাদিসটি সহিহ বুখারিতে এভাবে এসেছে : يُخْرَجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّينَ 'জাহান্নামে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার পর একদল লোক সেখান থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতিরা তাদের "জাহান্নামি" বলে ডাকবে।' (সহিহুল বুখারি : ৬৫৫৯)

৭. তাঁর নাম আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন আতিয়া আনাসি মিজহাজি ﵀। তাঁর উপনাম হলো, আবু সুলাইমান দারানি এবং তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন বড় বুজুর্গ ও দুনিয়াবিমুখ এক ব্যক্তি। দামিশকের গুতাহ শহরের দারিয়া গ্রামের অধিবাসী। ২১৫ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

- তিনি প্রায় সময় একটি হাদিস বলতেন, নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যেদিন কেউ নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখেছে, সেদিন তার চেয়ে অধিক সাওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করেছে, সে-ও তার মতো সাওয়াবের অধিকারী হবে।' উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য রোজা রেখেছে।[৮]

- মালিক বিন দিনার রহ.[৯] বলেন, 'একদিন আমি হাসান রহ.-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'ভাতিজা, আসো, আমার সাথে খাবার খাও।' আমি বললাম, 'আমি খেয়ে এসেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি খেলে আমার সহযোগিতা হতো আর কি!' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, আমি তৃপ্তি পূর্ণ করে খেয়েছি।' তখন হাসান রহ. বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আমি ভাবতেও পারি না যে, একজন মুমিন কী করে এত তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে যে, তার ভাইকে (তার সাথে খানা খেয়ে) সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে?'

- বর্ণিত আছে যে, একদা হাসান রহ. একটি খাবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। সেখানে একজন সন্ন্যাসীও উপস্থিত হলো। যখন তার সামনে হালুয়া পেশ করা হলো, সে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা দেখিয়ে হাত গুটিয়ে নিল। কিন্তু হাসান রহ. তা খেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন, 'ওহে নির্বোধ, খাও। কারণ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমার জন্য ঠান্ডা পানির নিয়ামত হালুয়ার নিয়ামতের চেয়ে বেশি দামি।'

- বর্ণিত আছে যে, এক লোক তার খাদ্যতালিকা থেকে মুরগি বাদ দিয়ে দিল। তখন হাসান রহ. বললেন, 'তোমার ওপর যা হারাম করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকো এবং যা হালাল করা হয়েছে তা থেকে ইচ্ছে হলে খেতে পারো, কিন্তু কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা দেখিও না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের ওপর রাগান্বিত হন।'

৮. এ হাদিস বা এর অর্থবহ কাছাকাছি অন্য কোনো হাদিস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।
৯. মালিক বিন দিনার বসরি। নেককার আলিমদের আদর্শ এবং একজন বিশ্বস্ত তাবিয়ি। তাঁর উপনাম ছিল আবু ইয়াহইয়া। আব্বাসীয় শাসনামলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১ হিজরির মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইয়াসিরে ইনতিকাল করেন।